035

তারিখ ... 17.2.86 ...
পৃষ্ঠা ... 1 ... কলাম 6 ...

দৈনিক বাংলা

গতকাল রেলওয়ে মাঠে প্রাথমিক শিক্ষকদের মহাসম্মেলনের উদ্বোধন করেন প্রেসিডেন্ট ও প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক লেঃ জেঃ এইচ এম এরশাদ —দৈনিক বাংলা

প্রাথমিক শিক্ষকদের বেতন ও সুবিধা বৃদ্ধি

সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার আন্দোলন গড়ে তুলুনঃ এরশাদ

(স্টাফ রিপোর্টার)

প্রেসিডেন্ট ও প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক লেঃ জেনারেল এইচ এম এরশাদ সুখী ও সমৃদ্ধ নতুন বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে দেশব্যাপী সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তুলতে প্রাথমিক শিক্ষকদের প্রতি আহবান জানিয়েছেন।

প্রেসিডেন্ট বৃহস্পতিবার বাংলাদেশ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির (নূরু-ফজলু) মহাসম্মেলন উদ্বোধনকালে এ আহবান জানান।

প্রেসিডেন্ট বলেন শিক্ষা মানুষের একটি মৌলিক অধিকার এবং শিক্ষার মূলে রয়েছে প্রাথমিক শিক্ষা।

কিন্তু জনগণের এ অধিকারকে আমরা প্রতিষ্ঠিত করতে পারিনি। দেশের শতকরা ৭৪ জন এখনো লিখতে পড়তে জানে না। এ দুঃসহ অন্ধকার থেকে আমরা তাঁদের নিয়ে আসতে চাই আলোতে। আমাদের শ্লোগান হবে—শিক্ষা চাই, আলো চাই, চাই সুন্দর জীবন।

তিনি বলেন এ বিশেষ দৃষ্টি কোণ থেকেই সাক্ষরতার ভিত্তি হিসেবে ৫ বছর মেয়াদী সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তনের সর্বাত্মক আন্দোলন গড়ে তোলা হয়েছে। ১৯৮৩ সালে যেসব শিশুর বয়স ছয় বছর পুরো হয়েছে তাদের অন্ততঃ শতকরা ৫০ জনকে ৮৫ সালের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষা প্রদানই বর্তমান সরকারের লক্ষ্য। এ লক্ষ্যে বর্তমানে যেসব শিশু স্কুলে ভর্তি হয়েছে তারা যাতে ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত পড়াশনা চালিয়ে যেতে পারে সে-

(৫-এর পৃঃ দ্রঃ)

শিক্ষার আন্দোলন গড়ে তুলুন

(১-এর পৃঃ পর)

জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাতে হবে।

প্রেসিডেন্ট বলেন প্রতিটি প্রাথমিক বিদ্যালয় এলাকায় স্কুল বয়েসী শিশুর সংখ্যা নিরূপণ করে কারা স্কুলে পড়াশনা করে বা কারা করে না তা নির্ণয় করতে হবে। যেসব এলাকায় শিক্ষকগণ এ কাজে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করবেন সেসব স্কুলকে জাতীয় পুরস্কার প্রদান করা হবে। শ্রেষ্ঠ শিক্ষকগণকে পুরস্কৃত করা হবে।

বেতন ও সুবিধা বৃদ্ধি

শিক্ষকদের মুহুর্মুহু করতালি ও শ্লোগানের মধ্যে প্রেসিডেন্ট প্রাথমিক শিক্ষকদের জন্য বেতনসহ বিভিন্ন সুযোগ বৃদ্ধির কথা ঘোষণা করেন। তিনি বলেন প্রাথমিক শিক্ষকদের শিক্ষাগত যোগ্যতার ভিত্তিতে বেতন কাঠামো নির্ধারণের জন্য একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠনের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। সরকারী কর্মচারীদের বেতনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে শিক্ষকদের বেতন নির্ধারণের জন্য জাতীয় পে-কমিশনকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

অন্তর্বর্তী সময়ের জন্য প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত উচ্চ মাধ্যমিক পাস শিক্ষকদের ক্ষেত্রে বর্তমানে দুটি অগ্রিম ইনক্রিমেন্টের পরিবর্তে তিনটি এবং স্নাতক পাস শিক্ষকদের ক্ষেত্রে বর্তমানের দুটি অগ্রিম ইনক্রিমেন্টের পরিবর্তে চারটি ইনক্রিমেন্ট প্রদান করা হবে।

প্রাথমিক শিক্ষকের পোষ্যদের চাকরির ব্যাপারে কোটা সংরক্ষণের জন্য মন্ত্রণালয়কে নির্দেশ দেয়া

অগ্রাধিকার দেয়া হবে। প্রচলিত নিয়ম অনুসারে শেয়ার হোল্ডার হিসাবে প্রাথমিক শিক্ষকদের নিজ নিজ শেয়ার সংরক্ষণ করে কওমী জুট মিলের মালিকানা নির্ধারণের নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

সম্মেলনে যোগদানকারী শিক্ষকদের যাতায়াত ও খাওয়া খরচ বাবদ তিনি ছয় লাখ টাকা বরাদ্দের কথা ঘোষণা করেন।

প্রেসিডেন্ট বলেন, আগামী ২৪শে মার্চ উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। নির্বাচিত উপজেলা চেয়ারম্যানদের শিক্ষক নিয়োগের দায়িত্ব দেয়া হবে।

তিনি বলেন যে প্রাথমিক শিক্ষকরা সরকারী কর্মচারী আছেন এবং থাকবেন।

সচিবালয়ের দক্ষিণ গেটের সামনের রেলওয়ে ময়দানে বিশাল সামিয়ানা সজ্জিত সম্মেলন মঞ্চে আগমন করলে প্রেসিডেন্টকে বিপুল সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়।

অনুষ্ঠানের শুরুতে প্রেসিডেন্ট এরশাদ রচিত 'পুরাতন থেকে নতুনে' কবিতাটি আবৃত্তি ও পরে তা দ্বৈতকন্ঠে সঙ্গীত হিসাবে পরিবেশন করা হয়।

প্রেসিডেন্ট বলেন, স্কুলে আনন্দদায়ক পরিবেশ সৃষ্টির জন্য স্কুল গৃহ নির্মাণ, মেরামত, আসবাবপত্র সরবরাহ এবং নলকূপ স্থাপনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

তিনি বলেন, ৭২ থেকে ৮৪ পর্যন্ত জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ৪০ শতাংশ হলেও শিক্ষাগত প্রবৃদ্ধির হার মাত্র ৪ শতাংশ। এ অবস্থা থেকে মুক্তি পেতে হবে।

তিনি বলেন, পাঠ্যক্রমের নবায়নের মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষাকে জীবন ও জীবিকার সঙ্গে সম্পৃক্ত করতে হবে। শিক্ষাকে ধর্ম, জ্ঞান, কৃষ্টি ও প্রযুক্তির সঙ্গে আমরা সম্পৃক্ত করতে চাই।

প্রেসিডেন্ট বলেন, বর্তমানে সমাজ জীবনে আদর্শ ও মূল্যবোধের অবক্ষয় রোধ করার উদ্দেশ্যে স্কুল রয়েছে এমন ৩৭ হাজার গ্রামে ১০ থেকে ২৯ বছর বয়স্ক সকলকে কর্মভিত্তিক অক্ষরজ্ঞান সম্পন্ন করা

নোর নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এজন্য স্কুলভিত্তিক সমাজ শিক্ষা কেন্দ্র স্থাপনের প্রকল্প চালু করা হয়েছে।

সরকারের এসব কর্মসূচী বাস্তবায়নে অংশগ্রহণের জন্য তিনি আহবান জানান।

সভায় বিশেষ অতিথি হিসাবে শিক্ষামন্ত্রী ডঃ আবদুল মজিদ খান এবং সমিতির সভাপতি শাহজাদা নুরুল আলম আমিরী ও সাধারণ সম্পাদক জনাব ফজলুর রহমান বক্তৃতা করেন।